ফ্রাঙ্কফুর্ট তত্ত্বপ্রতিষ্ঠান
(The Frankfurt School)

মার্কসবাদের কমিউনিস্ট তত্ত্বপ্রয়োগের বিরোধিতা করে নয়া-মার্কসবাদী রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানের ব্যক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণ নিয়ে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ গবেষণা সংস্থায় ম্যাক্স হোর্খহাইমারের নেতৃত্বে একদল গবেষক এক নতুন ধারার সূচনা করেন। ঐ সময় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গবেষকরা হলেন থিয়োডর অ্যাডোরনো, হারবার্ট মারকিউজ প্রমুখ। কিন্তু হিটলারের ফ্যাসিবাদী জমানায় ইহুদি বলে তাঁরা জার্মানি ছাড়তে বাধ্য হন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হোর্খহাইমার এবং অ্যাডোরনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। যুদ্ধশেষে তাঁরা ফের জার্মানির (পশ্চিম) ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে আসেন, এবং ৭০-এর দশকের শেষপর্যন্ত সেখানেই থাকেন। এই গোষ্ঠীর আর একজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক হারবার্ট মারকিউজ অবশ্য সান ফ্রান্সিসকো-তেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

তাঁদের গবেষণার প্রধানতম বিষয়বস্তু ছিল একদিকে শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং অন্যদিকে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গণজ্ঞাপন-মাধ্যমের বিকাশ মানুষের জীবনের ধারা (সাংস্কৃতিক জীবন) বদলে দিয়েছে মূলত নতুন নতুন বিনোদনের আঙ্গিকের সূচনা করে। অ্যাডোরনো এই সামগ্রিক বিষয়কে সংস্কৃতি শিল্প বা Culture Industry বলে বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা একথাও বলেছেন সাংস্কৃতিক শিল্পোৎপাদনের এই ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জনগণকে আরও বেশি শোষণ করছে। তাঁরা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানার ঘনীভবনও বিশদ পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা বলেন যে ব্যক্তিগতভাবে জনগণ এই পণ্যায়িত গণসংস্কৃতির ঢেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। অর্থাৎ হলিউডি আবেগ, অতিনাটকীয়তা, অথবা খুন-জখমভরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনগণকে প্রভাবিত করার এই প্রক্রিয়াকে ব্যক্তি জনগণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাই তাঁদের মতে সাংস্কৃতিক শিল্প (Culture Industry) মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে ধ্বংস করেছে, বদলে সমীভূত (Homogenized) পণ্যায়িত সংস্কৃতি দিয়ে মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

তবে ফ্রাঙ্কফুর্ট তত্ত্বপ্রতিষ্ঠান যাবতীয় সমস্যার বিশদ ব্যাখ্যা করলেও তাঁর প্রকৃত সমাধান রচনা করতে পারেনি। একদিকে তাঁরা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন, বা সমাজ-সংস্কৃতিকে শুধুই আধিপত্যবাদী বলে একমাত্রিক বিশ্লেষণ

Scanned by CamScanner

করেছেন অন্যদিকে আদর্শ তথা রাজনৈতিক আদর্শকে শুধুই রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ বলে প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাজনৈতিক সত্তাকেই অস্বীকার করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক গণপ্রতিরোধের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছেন। ফলে পরোক্ষভাবে তাঁরা পণ্যায়িত কর্পোরেট সংস্কৃতির বিকাশের নয়া-আধিপত্যবাদী পথকেই সুগম করেছেন। তবে গণমাধ্যমকে তাঁরা মহাজাতিক কর্পোরেট আধিপত্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

Scanned by CamScanner